কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৬ OCT 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# ক্লাস না চালালে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

## প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা আন্দোলন স্থগিত করলেও সহকারীরা অনড়

আজিজুল পারভেজ ▷

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন প্রশ্নে কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে সরকার। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডেকে নিয়ে সরকারের এই কঠোর অবস্থানের কথা গতকাল সোমবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আজ মঙ্গলবার থেকে আন্দোলন বাদ দিয়ে ক্লাসে না ফিরলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ-সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশও প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকারের এই কঠোর অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনগুলো আন্দোলন স্থগিত করেছে। তবে সহকারী শিক্ষকদের সংগঠনগুলো আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মেছবাহ উল আলম সরকারের কঠোর অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করে গতকাল রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, শিক্ষকদের ব্যাপারে সরকার খুবই সহানুভূতিশীল। যৌক্তিক কোনো দাবি থাকলে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। তা না করে কোমলমতি শিশুদের জিম্মি করার অধিকার কারো নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারি কর্মচারী। সরকারি চাকরিবিধি তাদের মেনে চলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

# ক্লাস না চালালে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জানান, আন্দোলনের বিষয়ে শিক্ষকদের সতর্ক করে দিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ-সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশও তৈরি করা হয়েছে, যা দু-এক দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। সরকারি চাকরিবিধি লঙ্ঘন করে যারা আন্দোলন করবে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আদেশে বলা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর গতকাল সকালে আন্দোলনরত বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের তাঁর দপ্তরে ডেকে বৈঠক করেন। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, মহাপরিচালক শিক্ষকদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য বিনষ্ট করতেই আন্দোলনের নামে মাঠ গরম করার চেষ্টা হচ্ছে। যৌক্তিক সমস্যা থাকলে তা আগামী বছর বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে তিনি শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির দুই পক্ষের প্রতিনিধিরা আন্দোলন স্থগিত করতে সম্মত হন। তবে সহকারী শিক্ষকদের দুই ফেডারেশন আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি হয়নি।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফেডারেশনের নেতা শাহিনুর আল আমিন কালের কণ্ঠকে জানান, প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁদের বেতনের যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা দূর না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁদের চার ঘণ্টার কর্মবিরতি এবং ১০ অক্টোবর থেকে এক সপ্তাহ পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালনের কর্মসূচি রয়েছে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ঐক্যজোটের নেতা মো. শামসুদ্দীনও জানান, তাঁদের আন্দোলন কর্মসূচি চলবে। সে অনুযায়ী প্রতি বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস এবং প্রতি শনিবার পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর ক্ষোভ : এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। গতকাল নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সরকার কয়দিন আগে পে স্কেল ঘোষণা করেছে। এখনো গেজেট জারি হয়নি। এর আগেই প্রাথমিকের শিক্ষকরা আন্দোলনে নেমেছেন। সরকারি চাকরিজীবীরা বিধি লঙ্ঘন করে এভাবে আন্দোলন করতে পারেন না। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দাবি মানা না হলে পরীক্ষা বর্জন—শিক্ষকদের এমন হুমকি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা সব সময়ই পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে সচেতন। পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের বলতে চাই, আপনারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। যথাসময়ে নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাসহ সব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।'

জানা গেছে, বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৬৩ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌনে চার লাখ শিক্ষক রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকরা 'গেজেটেড পদমর্যাদা' বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনে নামেন। আর প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে বেতন স্কেল নির্ধারণসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছে সহকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন।